সাইদ চৌধুরী, শাহ জামাল ও আহমদ আলী এবং এক্সেলসিয়র সিলেট লি: এর

অর্থ আত্মসাত ও মিথ্যা মামলার বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন

স্থান: লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব। তারিখ: শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।

আপনারা জানেন, সিলেটের জাকারিয়া সিটি দেশে-বিদেশে অত্যন্ত পরিচিত। বিনিয়োগের নামে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অর্থ আত্মসাত করা সাইদ চৌধুরী, শাহ জামাল নুরুল হুদা ও আহমদ আলী এক্সেলসিয়র সিলেট এই জাকারিয়া সিটির নিয়ন্ত্রণ করছে। এই চক্রের বিনিয়োগের নামে প্রতারণা, অর্থ আত্মসাত এবং বাংলাদেশে মিথ্যা মামলা দিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হয়রানির মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা তুলে ধরতে আজকের এই সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের মাধ্যমে দুঃখজনক এই প্রতারণা ও হয়রানির বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরতে চাই। আবেদন জানাতে চাই ন্যায়বিচারের। সে কারণেই আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগের নামে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আত্মসাতের নানা ঘটনা নিয়ে হইচই শুরু হয়। সেই সময়ে সাইদ চৌধুরী ও শাহ জামাল চক্রের প্রতারণার বিষয়টিও সামনে চলে আসে। গণমাধ্যম ও কমিউনিটির বিভিন্ন মহলের নানা কৌতুহলের কারণে আমরা তখন একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম। ২০১৭ সালের ২৩ মার্চ করা সেই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আপনাদের জানিয়েছিলাম যে, সাইদ চৌধুরী এক্সেলসিয়র সিলেট প্রজেক্টের জন্য আমরাসহ ব্রিটেন প্রবাসীদের কাছ থেকে বিনিয়োগের নামে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে কিভাবে প্রতারণা করেছেন।
এছাড়া, একই বছরের ২৫ জুন লন্ডনে এক্সেলসিয়র সিলেটের বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের এক সভায় সাইদ চৌধুরী চক্রের নানা অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন উঠে। সেখানে বিনিয়োগের প্রকৃত হিসাবসহ এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিটেডের ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাবে চরম গলমিল পাওয়া যায়। সেখানে আলোচনায় ধরা পড়ে- কেবল বিনিয়োগকৃত মূলধনের কমপক্ষে ৯ কোটি টাকার কোনো হদিস মিলছে না। তাই, একই সভায় এমডি সাইদ চৌধুরী এবং চেয়ারম্যান শাহ জামালকে অপসারণের দাবি উঠে। সভায় স্বতন্ত্র অডিটের মাধ্যমে প্রকৃত হিসাব উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে, চ্যানেল এস-এ তখন বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু সাইদ চৌধুরী চক্র প্রকৃত হিসাব প্রদানের সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবায়ন করেনি। সেই সঙ্গে ২০১৪ সাল থেকে ব্যবসার আয়-ব্যয়ের হিসাবও আজ পর্যন্ত দেয়নি। ডাইরেক্টর আনিস রহমান এবং মাসুক রহমান মনে করেন গত ৬ বছরে কোম্পানির কমপক্ষে ১৯ কোটি টাকা টার্নওভার হয়েছে। কিন্তু লাভের কোনো মুখ দেখেননি সাধারণ ডাইরেক্টররা।

আমরা আমাদের বিনিয়োগের অর্থ ফেরত পেতে ২০১৪ সাল থেকে নানাভাবে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে আসছি। কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্ততায় সাইদ চৌধুরী প্রথমে পাঁচ মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেবেন বলে অঙ্গীকারনামায় সই করেন। কিন্তু তিনি সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেননি। ফলে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দ্বিতীয়বার মধ্যস্ততায় বসেন। এবং সাইদ চৌধুরী আবারও লিখিত অঙ্গীকার করেন যে অগ্রিম চেক দেয়ার মাধ্যমে কিস্তিতে পুরো অর্থ পরিশোধ করবেন। ২০১৫ সালের ২৫ জুন সাইদ চৌধুরী প্রথম চেক নিয়ে মধ্যস্ততাকারীদের কাছে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন তিনি আর আসেনটি। সেই থেকেই সাইদ চৌধুরী লাপাত্তা এবং মধ্যস্ততাকারীদের সঙ্গেও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে চলেছেন। আমাদের অনুরোধে মিডিয়েশন কমিটি এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করেন। যাতে আপনারা সাইদ চৌধুরীর বার বার কথার বরখেলাপ এবং অন্যায় আচরণের পুরো চিত্র দেখতে পাবেন।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য এক্সেলসিয়র সিলেটের চেয়ারম্যান শাহ জামাল নুরুল হুদা বাংলাদেশে আমাদের বিরুদ্ধে দুটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। আমাদের অর্থ যাতে ফেরত দেয়া না লাগে সেজন্য সাইদ চৌধুরী গংরা মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির এ কৌশল নিয়েছে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আজকে আমরা যে পাঁচজন মামলার মুখোমুখি- আমাদের বিনিয়োগের পরিমানই প্রায় চার কোটি টাকা।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

আমরা যারা বিনিয়োগ করে প্রতারিত হয়েছি, আমরা সকলেই ব্রিটিশ নাগরিক। সাইদ চৌধুরী, শাহ জামাল নুরুল হুদা ও আহমদ আলীও ব্রিটেনের নাগরিক। তাই বার বার চেষ্টার পরও টাকা ফেরত না পেয়ে বাধ্য হয়ে ২০১৮ সালের ৯ এপ্রিল আব্দুল বারী ব্রিটেনের আদালতে সাইদ চৌধুরী এবং এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিটেডের (জাকারিয়া সিটি) বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ মামলার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে টাকা ফেরত দেয়ার সুযোগ দিয়ে সাইদ চৌধুরীকে যুক্তরাজ্যে তার ঠিকানায় এবং বাংলাদেশে কোম্পানির ঠিকানায় আইনী নোটিশ পাঠানো হয়। এ নোটিশ পাওয়ার পরেই সাইদ চৌধুরীর সহযোগী শাহ জামাল নুরুল হুদা আমরা পাঁচজন- সিরাজ হক, আব্দুল বারী, কয়সর খান, আনিস রহমান এবং মাসুক রহমান-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।

২০১৮ সালের ২১ জুন সিলেট জালালাবাদ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি নম্বর ৯০১) করে আমাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে বলা হয় যে, আমরা লোক পাঠিয়ে তার বাড়িতে হামলা করিয়েছি এবং ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছি। এর চারদিন পর ২০১৮ সালের ২৫ জুন আরেকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে আইসিটি আইনের ৫৭ (২) ধারায়। এ মামলায়ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয় যে, আমরা পাঁচজন অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর নামে মিথ্যা ও করুচিপূর্ণ অপপ্রচার চালিয়েছি।

সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলার বাদী শাহ জামাল এবং বিবাদী পক্ষ আমরা সকলেই ব্রিটিশ নাগরিক। আমরা আমাদের বিনিয়োগের অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণাও করেছি এ দেশেই। যদি আমাদের কোনো প্রচার- প্রকাশের কারণে বাদী শাহ জামাল সংক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন, তবে সেটি নিয়ে ব্রিটেনের আদালতেই মামলা হওয়ার কথা। বিষয়টি বাংলাদেশের আইনের বিবেচনাধীন হওয়ার কথা নয়। সম্পূর্ণ অন্যায় এবং অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে আমাদের হয়রানি করার উদ্দেশে বাংলাদেশে এসব মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

এ কথা সত্য যে আমরা আমাদের বিনিয়োগের অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। সংবাদ সম্মেলন করেছি। কিন্তু কখনো সঠিক তথ্য ব্যতিত মিথ্যা কিছু প্রচার করিনি। আইসিটি আদালতের মামলায় আমরা তদন্ত কর্মকর্তার কাছে একটি চিঠি দিয়ে সাইদ চৌধুরী ও মামলাকারী শাহ জামাল নুরুল হুদা এবং এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিটেডের অন্যায় আচরণের পুরো ঘটনা বলি। প্রমাণসহ তাদের বিশ্বাসভঙ্গ ও অর্থ আত্মসাতের বিষয়টি জানাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে। অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব মামলা এবং ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা যাতে বাংলাদেশে যেতে না পারি এবং অন্যান্য সাধারণ বিনিয়োগকারীরাও যাতে মামলার হয়রানির ভয়ে অর্থের দাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সেজন্য এসব মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাকারীশাহ জামাল নুরুল হুদা যুক্তরাজ্যের আদালতে দণ্ডিত আসামী। তিনি স্ত্রীসহ ব্রিটেনের আদালতে কনভিকটেড ক্রিমিনাল। ভিসাপ্রড এবং হিউম্যান ট্রাফিকিংয়ের অপরাধে ২০১২ সালে সাজা পায় এই ক্রিমিনাল দম্পতি (Ref: Convicted at Islesworth Crown Court, URN01/D0112811)

যুক্তরাজ্যের আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আসামী বাংলাদেশে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে! এসব মামলায় সাক্ষী হিসেবে আছে যুক্তরাজ্যে প্রতারণা মামলার আসামী সাইদ চৌধুরী এবং তার সহযোগী আহমদ আলী।

সাংবাদিক বন্ধুরা

সাইদ চৌধুরী ও শাহ জামাল নুরুল হুদা এবং এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিটেডের কুকর্ম কেবল আমাদের বিনিয়োগের অর্থ আত্মসাতের চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আরও বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারী নিজেদের অর্থ ফেরত পেতে এই চক্রকে বাংলাদেশের আদালতে তুলেছেন। উদাহরণ স্বরুপ ভুক্তভোগী কয়েকজন বিনিয়োগকারীর মামলার বিষয়ে আপনাদের বলতে পারি।

- সাইদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে চেক ডিসঅনারের মামলা করেন বিনিয়োগকারী ব্যারিষ্টার মোস্তাকিম চৌধুরী। এ মামলায় সিলেটের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সাজা এড়াতে সাইদ চৌধুরী তাঁকে ৪০ লাখ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন।

- মিনা বেগম নামে এক বিনিয়োগকারী ৩০ লাখ টাকার চেক ডিসঅনারের মামলা করেছেন সাইদ চৌধুরী চক্রের বিরুদ্ধে। (সি আর মোকদ্দনা নম্বর ২৫৫)

- মহিবুল হক নামের আরেক বিনিয়োগকারী ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক ডিসঅনার মামলা করেছেন এই চক্রের বিরুদ্ধে।

- ট্রেডোলজি (জনি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১০ কোটি ২০ লাখ টাকার চেক ডিসঅনারের মামলা করেছে সাইদ চৌধুরী ও শাহ জামালের বিরুদ্ধে। এ মামলায় চার্জশিট হয়ে গেছে। এখন শুনানীর অপেক্ষায়।

- হাফিজ আহমদ চৌধুরী ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা ফেরত পেতে মামলা করেন।

- ৩৮ লাখ টাকা ফেরত পেতে সাইদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা লড়ছেন রোকন কামালী।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

আপনারা জানেন সাইদ চৌধুরী এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিডেটের এমডি ছিলেন। সম্প্রতি তিনি আহমদ আলীকে এমডি পদে বসিয়ে নিজে পরিচালক পদে ফিরে যান। ডাইরেক্টরদের অন্ধকারে রেখে, নিয়ম ভঙ্গ করে সাইদ চৌধুরী তাঁর অপকর্মের সহযোগী আহমদ আলীকে এমডি পদে বসান, যাতে প্রতিষ্ঠানে এই চক্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। আর শাহ জামাল নিজেকে কোম্পানির চেয়াম্যান দাবি করে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করলেও প্রকৃতপক্ষে তখন তিনি কোম্পানির ডাইরেক্টরও ছিলেন না। কেননা ভুক্তভোগী বিনিয়োগকারীদের মামলার হাত থেকে বাঁচতে শাহ জামাল ২০১৮ সালের জুনের শুরুতেই কোম্পানি থেকে নিজের নাম সরিয়ে ফেলেন। কোনো পদে না থাকলেও তিনি এখনও অন্যায়ভাবে কোম্পানিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনাদের জানাতে চাই যে, যুক্তরাজ্যের আদালতেও সাইদ চৌধুরী প্রতারণা মামলার সম্মুক্ষীণ। সাইদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে আব্দুল বারী লন্ডনের হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের করেছেন সেটি শুনানীর অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু লন্ডনের আদালতে এই মামলা চলার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাইদ চৌধুরী একটি আবেদন করেছিলেন। আদালত তার সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। একইসঙ্গে ওই আবেদন মোকাবেলায় আব্দুল বারীর খরচ হওয়া সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে সাইদ চৌধুরীর প্রতি আদেশ জারি করে আদালত। কিন্তু কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করা সাইদ চৌধুরী নিজেকে বেশ অসহায় ও দরিদ্র দাবি করলেন, এবং ওই খরচ পরিশোধে অপারগতা জানালেন। মাসে মাত্র ১৪০ পাউন্ড দেয়ার অনুমতি চেয়ে আবারও আদালতের আশ্রয় নিলেন সাইদ চৌধুরী। সাইদ চৌধুরী দাবি করেন, স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় তার যে ঘর রয়েছে, সেটি তাঁর স্ত্রীর। ঘরে তাঁর অংশ মাত্র ১ শতাংশ। সাইদ চৌধুরীর এই দাবি হাস্যকর। এই দাবির পক্ষে তিনি এখনও কোনো কাগজ-পত্র দেখাতে পারেননি। আদালত তার ১৪০ পাউন্ড করে দেয়ার দাবি গ্রহণ করেনি। দুটি আবেদনে হেরে আব্দুল বারীর মামলার খরচ বাবদ সাইদ চৌধুরীর মোট দেনা গিয়ে দাড়ায় প্রায় ১৪ হাজার পাউন্ড। ফলে আইনীভাবে সাইদ চৌধুরীর ওই ঘরের ওপর চার্জ এনেছেন আব্দুল বারী।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

আপনাদের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ সরকার সহ সকলকে বলতে চাই যে, আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে যুক্তরাজ্যে বসাবস করলেও মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি আমাদের অগাদ ভালবাসা। সিলেটের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক। নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে, নিজেদের এলাকা সিলেটের উন্নয়ন হবে, প্রজেক্টটি সফল হবে- এমন প্রত্যাশা নিয়েই আমরা সাইদ চৌধুরীর কথায় বিশ্বাস করে এক্সেলসিয়র সিলেট লিমিটেড প্রজেক্টে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। আমরা যুক্তরাজ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগ এবং আর্থিক সহযোগিতা রয়েছে।
সাইদ চৌধুরী ও শাহ জামাল চক্র বিনিয়োগের নামে আমরা সহ অন্যান্য প্রবাসীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে যে প্রতারণা করেছে, সেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। সাইদ চৌধুরীর মত লোকদের কারণেই বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ সম্পর্কে প্রবাসীদের মনে ভুল ধারণা জন্ম নিচ্ছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

প্রবাসে অবস্থান করার কারণে আমাদের পক্ষে এসব মামলা মোকাবেলা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। বাংলাদেশে এসব মামলার ন্যায়বিচার নিয়েও আমরা সন্দিহান। কেননা সাইদ চৌধুরী চক্র বাংলাদেশে অবস্থানের সুবাদে নানা অন্যায় ও অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব মামলায় সর্বোচ্চ হয়রানি করার সুযোগ নেবে বলে আমাদের আশঙ্কা।
আমরা আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পরারাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ হাইকমিশন, বাংলাদেশের পুলিশ প্রসাশনের কাছে আবেদন জানাতে চাই- এই মিথ্যা মামলা ও প্রতারণার সুবিচার নিশ্চিত করুন। যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে বিনিয়োগের নামে প্রবাসীদের অর্থ আত্মসাতকারী এই চক্রকে বিচারের মুখোমুখি করুন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ যাতে মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রবাসীদের হয়রানি করতে না পারে, সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত রাখতে এই চক্রের বিচার অত্যন্ত জরুরি। অন্যাথায় বিনিয়োগ হারানোর পাশাপাশি মিথ্যা মামলায় হয়রানি হওয়ার আমাদের এই অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ সম্পর্কে ভুল বার্তা ছড়াবে। কিছু সংখ্যাক অসাধু ব্যক্তির কারণে দেশে বিনিয়োগের বিষয়ে প্রবাসীদের আস্থা যেন নষ্ট না হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমরা আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

একই সঙ্গে আরও একটি বিষয়ে সাংবাদিক ভাই ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। সাইদ চৌধুরী এবং শাহ জামাল চক্র আবারও যুক্তরাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই চক্র যেন আর কোনো সরলমনা প্রবাসীর অর্থ হাতিয়ে নিতে না পারে সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। আপনারা জানেন, সাইদ চৌধুরী সুযোগ পেলেই গণ্যমান্য লোকজনের সঙ্গে ছবি তুলে ফেলেন। পরবর্তীতে সেই ছবি ব্যবহার করে নিজেকে বিক্রি করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে চাতুর্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাই কমিউনিটির দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত- সাইদ চৌধুরী গংদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া থেকে বিরত থাকা। সামাজিকভাবে বয়কট করা। অন্যথায় এই চক্র সাধারণ মানুষকে আবারও ফাঁদে ফেলতে পারে।

সাংবাদিক বন্ধুরা, অভিযোগ সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো। এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আবারো আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

সিরাজ হক (বিনিয়োগকারী)। আব্দুল বারী (বিনিয়োগকারী)। কয়সর খান (বিনিয়োগকারী)।

আনিস রহমান (বিনিয়োগকারী এবং ডাইরেক্টর)। মাসুক রহমান (বিনিয়োগকারী এবং ডাইরেক্টর)